১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস ২০২৩

উপজেলা প্রশাসন
জলঢাকা, নীলফামারী

"১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন কর্মসূচি"

দিন	তারিখ ও সময়	কর্মসূচি সমূহ	ব্যবস্থাপনা কমিটি
১৬ ডিসেম্বর-২০২৩	১৬/১২/২০২৩ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে	৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের শুভ সূচনা। স্থানঃ ডাকবাংলো মাঠ।	তোপধ্বনি ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি
	-ঐ-	মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে জলঢাকা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ।	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সজ্জা ও পুষ্পস্তবক অর্পণ উপ-কমিটি
	১৬/১২/২০২৩ (পতাকা বিধি অনুযায়ী)	সকল সরকারি,আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বে-সরকারি ভবন সমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।	সকল দপ্তরের প্রধান, ভবন মালিক ও তত্ত্বাবধায়কগণ
	সকাল ০৬:৩০ টা	গোলনা কালীগঞ্জ বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ।	সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি
	সকাল ০৮:৩০ টা	আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং পুলিশ, আনসার ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস, রোভার স্কাউটস, গার্লস গাইড, বিএনসিসি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, কুচকাওয়াজ এবং ডিসপ্লে প্রদর্শন। স্থান ঃ শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠ, জলঢাকা।	সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি
	সকাল ০৯:৩০ টা	বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। স্থান ঃ শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠ, জলঢাকা।	সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি
	সকাল ১০:০০ টা	বীর মুক্তিযোদ্ধা, সুধীজন, স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ক্রীড়ানুষ্ঠান। স্থান ঃ শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠ, জলঢাকা।	সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি
	সুবিধাজনক সময়ে	সকল স্কুল-কলেজ ও মাদ্‌রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশ, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, এ৯-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, নৌকা বাইচ (যেখানে সম্ভব), ফুটবল কাবাডি ইত্যাদি খেলার আয়োজন।	১। উপজেলা শিক্ষা অফিসার ২। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (সকল)
	বাদ যোহর	জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায় সকল মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত।	সকল মসজিদের ইমাম ও সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি
	সুবিধাজনক সময়ে	মন্দির ও গীর্জা সমূহে বিশেষ প্রার্থনা।	সকল মন্দির ও গীর্জাসমূহের পুরোহিতগণ ও সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি।
	দুপুরে	হাসপাতাল এবং এতিমখানায় উন্নতমানের খাবার পরিবেশন।	উপজেলা হাসপাতাল ও এতিমখানা কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি
	দিন ব্যাপী	ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন। স্থানঃ বঙ্গবন্ধু চত্বর, জলঢাকা।	মেয়র, জলঢাকা পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি
	বেলা ২:০০ টা বেলা ০৩:৩০ টা	বিজয় দিবস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা পাঠানপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় বনাম মীরগঞ্জ হাট বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় **প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট: উপজেলা পরিষদ একাদশ বনাম জলঢাকা পৌরসভা একাদশ এবং পুরস্কার বিতরণ।** শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠ, জলঢাকা।	সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি
	সন্ধ্যা ৬.০০ টা	"জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার" শীর্ষক আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্থানঃ উপজেলা পরিষদ উন্মুক্ত মঞ্চ।	সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

সুধি

১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল এবং অবিস্মরণীয় দিন। বাঙালি জাতির মহান এ অর্জনে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মরণজয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ে গৌরবান্বিত হয়। একই সাথে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সেসব শহিদ ও অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে যাঁরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে এ বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। উক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে জলঢাকা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

উক্ত কর্মসূচিসমূহে সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোঃ ময়নুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জলঢাকা, নীলফামারী

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা

জাতীয় পতাকার রং ও বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রং উজ্জ্বল গাঢ় সবুজের মাঝখানে রক্ত বর্ণের ভরাট বৃত্ত। পতাকার সবুজ অংশ তারুণ্যের উদ্দীপনা এবং গ্রাম বাংলার বিস্তৃত সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতীক। পতাকার রক্ত বর্ণের ভরাট বৃত্তটি স্বাধীনতার নতুন সূর্যের প্রতীক।

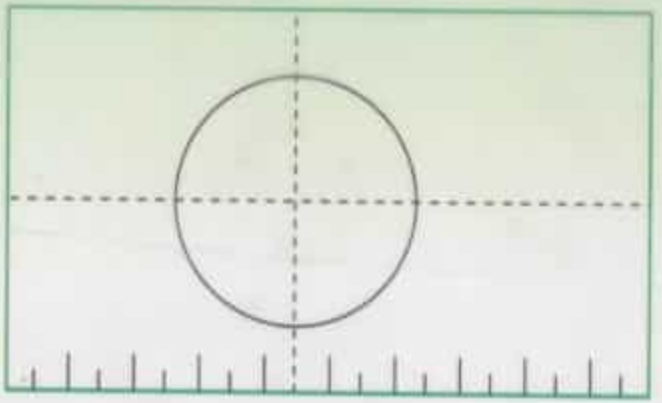

জাতীয় পতাকার আকার

সরকারি ও বেসরকারি ভবনের জন্য জাতীয় পতাকা

১।	দৈর্ঘ্য ৩০৫ সে. মি.	প্রস্থ ১৮৩ সে.মি.
২।	দৈর্ঘ্য ১৫২ সে. মি.	প্রস্থ ৯১ সে.মি.
৩।	দৈর্ঘ্য ৭৬ সে. মি.	প্রস্থ ৪৬ সে.মি

যানবাহনের জন্য জাতীয় পতাকার আকার

১।	দৈর্ঘ্য ৩৮ সে.মি.	প্রস্থ ২৩ সে.মি.
২।	দৈর্ঘ্য ২৫ সে.মি.	প্রস্থ ১৫ সে.মি.

টেবিলে জাতীয় পতাকার আকার (আন্তর্জাতিক ও দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক)

১।	দৈর্ঘ্য ২৫ সে.মি.	প্রস্থ ১৫ সে.মি.

জাতীয় পতাকার মাপ

১। জাতীয় পতাকা হবে আয়তাকার।

২। পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হবে ১০ : ৬।

৩। পতাকার মাঝের লাল বৃত্তটি হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট।

৪। পতাকার দৈর্ঘ্যকে সমান ১০ ভাগ এবং প্রস্থকে সমান ২ ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগকে ১ ইউনিট ধরতে হবে।

৫। পতাকার দৈর্ঘ্যর ডানদিকে সাড়ে পাঁচ ইউনিট এবং বাম দিকে সাড়ে চার ইউনিট রেখে একটি লম্ব টানতে হবে এবং প্রস্থকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে একটি সমান্তরাল রেখা টানতে হবে। এ দু'টি রেখা পরস্পর যেখানে মিলিত হবে সে বিন্দুই হবে লাল বৃত্তের কেন্দ্র বিন্দু।

প্রিন্টেড বাই: শেফাউল-আর.এস.কম্পিউটার এন্ড ডিজিটাল প্রিন্টিং, জলঢাকা।